HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)
D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2023/ka/18 *Reg. No: S-12473/2016*

তারিখঃ ০৯.১২.২০২৩ ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি জানুয়ারি-নভেম্বর ২০২৩ ‘এইচআরএসএস’ এর মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর সারাবিশ্বে ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে । এ বছর মানবাধিকার দিবসের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, “সবার জন্য স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচার”। যদিও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবুও, জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত, গত ১১ মাসে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। বর্তমান সরকারের অধীনে অনেক ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতে মানবাধিকার পরিস্থতির অবনতি ছিল চোখে পড়ার মত।

চলতি বছরের পুরোটা জুড়েই দেশে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা, মিথ্যা মামলা, গণগ্রেফতার, রাজনৈতিক গ্রেফতার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেআইনি আচরণের ঘটনাগুলো দেশের মানুষকে উদ্বীগ্ন করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সাংবাদিকরা হামলা ও গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হয়েছেন। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীরা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এর হাতে হত্যা ও নির্যাতন সহ বিভিন্ন ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন।

২০২৩ সালের শেষ অংশে মানবাধিকার পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে । বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নৈরাজ্য এবং সংঘাত লক্ষ করা গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অতি উৎসাহী কর্মকান্ড, বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনকে লক্ষ্য করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়েছে। বিরোধী সমাবেশে বাধা দিতে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা, তল্লাশি, মোবাইল ফোন চেক এবং গণগ্রেফতারের মাধ্যমে ভিন্নমতকে দমন করার একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। ২৮ অক্টোবর বিরোধী দলসমূহের সমাবেশ ও পরবর্তী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যার ফলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পরিবহন কর্মী, রাজনৈতিক কর্মীসহ অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর সাথে, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সারাবছর জুড়েই অসংখ্য মামলা এবং গ্রেপ্তার ঘটনা ঘটেছে, যা বিরোধীদের

কণ্ঠকে দমন করার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও ক্ষুন্ন করেছে। বিশেষ করে বছরের শেষ দিকে এসে গুপ্ত হামলা, গণগ্রেফতার, নির্বাচন-তফসিল পরবর্তী সহিংসতা, বিরোধী নেতাদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও পরিবারের কাছ থেকে অর্থের চাঁদাবাজি সহ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিচারকার্যে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপকতা এবং শাসক দলের কর্মীদের সাথে প্রশাসনিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আচরণের মিল উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার ফলে অপহরণ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বিরোধী আন্দোলনের উপর নির্যাতন বেড়েছে।

ন্যায্য মজুরির দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগ্রাম মানবাধিকার সংকটের ক্ষেত্রে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলো, শ্রমিকদের আন্দোলন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারদলীয় কর্মীদের দ্বারা দমনের সম্মুখীন হয়। যেখানে ব্যাপক হতাহত এবং প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস এর তথ্য অনুসন্ধানী ইউনিট ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের ১ম এগারো মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গত এগারো মাসে উদ্বেগজনকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার ৮০৭টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৮২ জন ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮১৫০ জন। যার অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দল এবং বিএনপির পদযাত্রা ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের পাল্টা শান্তি সমাবেশ কেন্দ্রিক সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা ৮২৬৩ জন রাজনৈতিক গ্রেফতারের শিকার হয়, তন্মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ৮০২৪ জন। একই সময়ে, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৪৩৩ টি মামলায় ১৩৮০৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ৫৮১৮৯ জনকে অজ্ঞাত আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা বিরোধীদলীয় ৩৫৫ টি সভা-সমাবেশ আয়োজনে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এসময় তাদের সাথে সংঘর্ষে ৩২৫৯ জন আহত এবং সমাবেশ কেন্দ্রিক ৫৭৮৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী সহিংসতার ৬৯টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ০৪ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫৩৭ জন ।

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এগারো মাসে ১৬৮ টি হামলার ঘটনায় ২৭৫ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। গত এগারো মাসে ২জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১৭৪ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৮২ জন, হুমকির শিকার হয়েছেন ১৭ জন ও গ্রেফতার ০৯ জন। একই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর অধীনে দায়ের করা ৫৮ টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬০ জন এবং অভিযুক্ত করা হয়েছে ১৮৮ জন। এছাড়া "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের উপর ২৫ টি হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন ৯৯ জন এবং ১৭ টি মন্দির, ৩১ টি মূর্তি ও ১২৬ টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মার্চ মাসে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় ১ জন নিহত ও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। এ হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১০১টি বাড়ি ও ৩০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

এটি উদ্বেগজনক যে, "গণপিটুনির" ১০৯ টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭১ জন এবং আহত হয়েছেন ৮৬ জন। এ সময়ে ১৮৩ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন সহ নিহত হয়েছেন ৩৬ জন এবং আহত হয়েছেন ৩৪৫ জন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে দুর্ঘটনায় ১৩৭ জন শ্রমিক তাদের কর্মক্ষেত্রে মারা গেছেন। এ সময়ে ২৩ টি গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ৯ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও "ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী"(বিএসএফ) কর্তৃক ৪৫ টি হামলার ঘটনায় ২৩ জন বাংলাদেশী নিহত এবং ২০ জন আহত ও ৬ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

বিগত ১১ মাসে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা/হেফাজতে বিচারবহির্ভুত হত্যাকান্ডের ৩১টি ঘটনার শিকার হয়েছেন ৩৩ জন । যাদের মধ্যে ০৭ জন তথাকথিত ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধের নামে, ০৭ জন নির্যাতনে এবং ১৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ৫ জন মারা গিয়েছে। এছাড়াও কারা হেফাজতে ৭০ জন মারা গেছেন।

উল্লেখ্য বিগত এগারো মাসে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তুলে নেয়া হয়েছে কমপক্ষে ২৮ জনকে যাদেরকে অন্তত ৭২ ঘন্টার মাঝে আদলতে সোপর্দ কিংবা তাদের পরিবারকে তুলে নেয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। ১৯ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো এবং ৩জন ছেড়ে দেয়া হলেও বাকি ৬ জন এর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ২৪ ঘন্টায় নিম্ম আদলতে সোপর্দ এবং ১২ ঘন্টার মাঝে পরিবারকে জানানোর বিষয়ে

আদলতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও অন্তত ১০ জনকে অবৈধ ভাবে আটকে রাখা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গিয়েছে যাদের মধ্যে ৬ জনকে মুক্তি দেয়া হলেও বাকি ৪ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

২০২৩ সালের ১ম এগারো মাসে ২২৫৯ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৪২ জন, যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ৫৩৫ জন (৫৬%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে ১৭৭ জন (১৯%) নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪০ জনকে যাদের মধ্যে শিশু ২৬ জন এবং ৭ জন ধর্ষণের শিকার নারী আত্মহত্যা করেছেন। ৬৮৩ জন নারী ও শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ৩৭৬ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৬৮ জন নারী এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫৮ জন ও আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২৯১ জন, আহত হয়েছেন ৯৬ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ১১১ জন নারী। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৯ জন নারী যাদের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন। অন্যদিকে, এটি উদ্বেগজনক যে, ২০৭৮ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ৪৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৫৯৭ জন শিশু শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অনতিবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাবে। তাই "হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির" পক্ষ থেকে সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে এবং দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশি-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন গুলোকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান রাইট্স সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
ইমেইল: hrssbd14@gmail.com